

পানিপথের যুদ্ধ

ইন্ডিয়ায় হরিয়ানা প্রদেশের পানিপথ নামক স্থানে তিনটি বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যে যুদ্ধগুলি ইতিহাসে পানিপথ যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই শহরটি ' উইভিং সিটি অফ ইণ্ডিয়া ' নামে পরিচিত। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (1526) হয়েছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও দিল্লির পরাক্রমশালী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (1556) হয়েছিল মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সম্রাট হেম চন্দ্র বিক্রমাদিত্যর (হেমু) সঙ্গে। ফলাফল মুঘল বিজয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (1761) হয়েছিল দুররানি সাম্রাজ্য ও মারাঠা সাম্রাজ্য দ্বয়ের মধ্যে- ফলাফল দুররানি সাম্রাজ্য বিজয়। এই বিজয়ের ফলে দুররানি সাম্রাজ্য পরবর্তী সময়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (1526)

যুদ্ধ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (এপ্রিল 1526) পানিপথের কাছে সংঘটিত হয়েছিল। পানিপথ এমন একটি জায়গা যেখানে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক গুলি নির্ণায়ক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে।
- এই যুদ্ধে মুঘলরা গানপাউডার, আগ্নেয়াস্ত্র এবং কামান ব্যবহার করেছিল।
- পানিপথের প্রথম লড়াইটি দিল্লির লোদি রাজবংশের জাহির উদ্দিন বাবর এবং সুলতান ইব্রাহিম লোদির মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।
- এ যুদ্ধে জাহির উদ্দিন বাবর লোদীকে পরাজিত করেন।

সামরিক বাহিনী

- বাবরের সেনাবাহিনীতে প্রায় 15,000 সৈন্য এবং 20 থেকে 24 টি কামান ছিল।
- ইব্রাহিম লোদীর সেনাবাহিনীতে প্রায় 30,000 থেকে 40,000 সৈন্য এবং কমপক্ষে 1000 হাতি ছিল।

বাবরের রণকৌশল

বাবর এই যুদ্ধে তুলুগুমা ও আরাবা নামক নতুন কৌশল ব্যবহার করেন।

- তুলুগুমা যুদ্ধ নীতি: এর অর্থ পুরো সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা - বাম, ডান এবং মাঝখানে।
- এতে শত্রুপক্ষকে একটি ছোট বাহিনী ব্যবহার করেই চারদিক থেকে ঘিরে রাখা সম্ভব।
- আরাবা যুদ্ধ নীতি: সেনাদলের মধ্যভাগের সম্মুখ অংশে গরুর গাড়ি (আরাবা) স্থাপন করা হয়। এগুলোকে দড়ি দিয়ে যুক্ত করে রাখা হয়। এসব গাড়ির পিছনে কামান স্থাপন করা হয়েছিল।

যুদ্ধের ফলাফল

- কাবুলিস্তানের তিমুরিদ শাসক, বাবরের মুঘল বাহিনী দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে।
 - এই বিজয় বাবরকে ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম করেছিল।
- ইব্রাহিম লোদি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান এবং সেনাপতিরা লোদীকে ছেড়ে চলে যান।
 - তাঁদের অধিকাংশই দিল্লির নতুন শাসকের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (1556)

1556 সালের 5 নভেম্বর উত্তর ভারতের হিন্দু শাসক সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য (হেমু নামে পরিচিত) এবং আকবরের সেনাবাহিনীর মধ্যে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি আকবরের সেনাপতি খান জামান এবং বৈরাম খানের জন্য একটি নির্ণায়ক বিজয় ছিল।

- এই যুদ্ধের ফলে দিল্লির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুঘল ও আফগানদের মধ্যে যে লড়াই হয়, তাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, যার ফলে পরবর্তী তিনশো বছর ক্ষমতা মুঘলদের কাছেই থেকে যায়।

প্রেক্ষাপট

- সম্রাট হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য বা হেমু ছিলেন দিল্লির শেষ হিন্দু সম্রাট, যিনি দিল্লির যুদ্ধে আকবর/হুমায়ূনের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন।

- হেমু বর্তমান হরিয়ানার রেওয়ারির বাসিন্দা ছিলেন। হেমু 1545 থেকে 1553 সাল পর্যন্ত শের শাহ সুরির পুত্র ইসলাম শাহের উপদেষ্টাও ছিলেন।
- তিনি 1553 থেকে 1556 সাল পর্যন্ত ইসলাম শাসনের প্রধানমন্ত্রী এবং ইসলাম শাহের সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে 22 টি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, যা সুরি শাসনের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে লড়াই করা হয়েছিল।
- 1556 সালের 24 জানুয়ারি মুঘল শাসক হুমায়ুন দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র আকবরকে উত্তরাধিকারী করা হয়। তখন আকবরের বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর।
 - 1556 সালের 14 ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের কালানৌরে আকবরকে মুকুট পরানো হয়।
 - রাজ্যাভিষেকের সময় মুঘল শাসন কাবুল, কান্দাহার, দিল্লি এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

যুদ্ধ

- আকবর এবং তার পরামর্শদাতা বৈরাম খান যুদ্ধে অংশ নেননি এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 5 কোস (8 মাইল) দূরে অবস্থান করেছিলেন।
 - বৈরাম খান 13 বছর বয়সী বাল রাজাকে সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে দেননি, পরিবর্তে তাকে 5000 জন প্রশিক্ষিত এবং সবচেয়ে অনুগত সৈনিকদের একটি বিশেষ প্রহরী দিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে মোতায়েন করা হয়েছিল।

- মুঘলদের একটি দূরদর্শী সামরিক দল 10,000 অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল, যার মধ্যে 5000 অভিজ্ঞ সৈনিক ছিল যা হেমুর সামনের সারির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল।
- হেমু তার নিজের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। হেমুর সেনাবাহিনী 1500 টি হাতি এবং চমৎকার আর্টিলারি দিয়ে সজ্জিত ছিল।
 - হেমু 30,000 এর একটি সুপ্রশিক্ষিত রাজপুত এবং আফগান অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে চমৎকার ক্রমে অগ্রসর হয়েছিল।

যুদ্ধের ফলাফল

হেমু তার সামরিক বাহিনী দিয়ে যুদ্ধে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আকবরের সেনাবাহিনী হেমুকে তার চোখে একটি তীর নিক্ষেপ করে আহত করে, যা তাকে অচেতন করে তোলে এবং এই ঘটনার ফলে হেমুর পরাজয় ঘটে।

হেমুকে হুডায় (ঘোড়ার পিঠে চড়ার জন্য সিংহাসন) না দেখে, হেমুর সেনাবাহিনী বিচলিত হয়েছিল এবং এই বিশ্রান্তির কারণে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে, হেমুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং শাহ কুলি খান মাহরাম তাকে পানিপথ শিবিরে আকবরের শিবিরে নিয়ে আসেন।

হেমুর সমর্থকরা তার শিরশ্ছেদস্থলে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছিলেন, যা এখনও পানিপথের জিন্দ রোডের সৌক্ষাপুর গ্রামে বিদ্যমান।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধটি 1761 সালের 14 ই জানুয়ারী, দিল্লি থেকে প্রায় 60মাইল (95.5 কিলোমিটার) উত্তরে পানিপথে মারাঠা সাম্রাজ্য এবং আফগানিস্তানের আহমদ শাহ আব্দালির মধ্যে সংঘটিত হয়, যে আহমদ শাহ দুরানি নামেও পরিচিত।

- এই যুদ্ধে, দোয়াবের রোহিলা, আফগান এবং আওয়াধের নবাব সুজাউদ্দৌলা আহমদ শাহ আবদালিকে সমর্থন করেছিলেন।

প্রেক্ষাপট

- 27 বছরের মুঘল-মারাঠা যুদ্ধের (1680-1707) পরে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণে মারাঠা সাম্রাজ্য দ্রুত প্রসারিত হয়।
 - পেশোয়া বাজিরাও গুজরাট এবং মালওয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন।

- অবশেষে, 1737 সালে, বাজিরাও দিল্লির উপকণ্ঠে মুঘলদের পরাজিত করে এবং দক্ষিণের বেশিরভাগ প্রাক্তন মুঘল অঞ্চল মারাঠা নিয়ন্ত্রণে দখল করে নেয়।
- এর ফলে আহমদ শাহ আবদালির দুরানি সাম্রাজ্যের সাথে মারাঠাদের সরাসরি সংঘর্ষ হয়।
- 1759 সালে, তিনি পশতুন উপজাতিদের একটি সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন, যা পাঞ্জাবের ছোট মারাঠা সর্দারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল।
 - এর পরে, তিনি তার ভারতীয় মিত্রদের সাথে মারাঠাদের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত জোটে গাঙ্গেয় দোয়াবের রোহিলা আফগানদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

সুজা-উদ-দৌলার ভূমিকা

- মারাঠাদের পাশাপাশি আফগানরাও আওয়াজের নবাব সুজা-উদ-দৌলাকে তাদের শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল।
 - জুলাইয়ের শেষের দিকে সুজা-উদ-দৌলা আফগান-রোহিলা জোটে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
- এটি মারাঠাদের জন্য একটি বড় কৌশলগত ক্ষতি ছিল, কারণ সুজা-উদ-দৌলা উত্তর ভারতে আফগান সেনাবাহিনীর দীর্ঘসময়ের জন্য থাকার জন্য অর্থায়ন করেছিলেন।
- এর ফলে আফগান-রোহিলা জোটের পর সুজা-উদ-দৌলার সমর্থন ছাড়া মারাঠারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত

- অবশেষে, 1760 সালের আগস্টে মারাঠা শিবির দিল্লিতে পৌঁছায় এবং শহরে ঝড় তোলে।
 - এর পরে যমুনা নদীর তীরে একটি এনকাউন্টার এবং কুঞ্জপুরায় একটি যুদ্ধ হয়, যেখানে মারাঠারা প্রায় 15,000 এর একটি আফগান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ করে।
- যাইহোক, আবদালি অক্টোবরে বাগপতের যমুনা নদী অতিক্রম করে এবং দিল্লিতে তার আসল মারাঠা শিবির স্থাপন করে।
 - অবশেষে, পানিপথ শহর মারাঠাদের বিরুদ্ধে আবদালির নেতৃত্বে দুই মাস ধরে অবরোধ দেখেছিল।
 - অবরোধের সময়, উভয় পক্ষই একে অপরের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিল। এতে, আফগানরা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে এবং 1760 সালের নভেম্বরের শেষের দিকে তারা মারাঠা শিবিরে প্রায় সমস্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত করে।
- মারাঠা শিবিরে ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর প্রথম দিকে খাবার শেষ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার গবাদি পশু মারা যেতে শুরু করে।
 - জানুয়ারীর প্রথম দিকে সৈন্যদের অনাহারে মারা যাওয়ার খবরগুলি ঘোরাফেরা করতে শুরু করে।

- যুদ্ধটি বেশ কয়েক দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে 125,000 এরও বেশি সৈন্য জড়িত ছিল।
- এই যুদ্ধে 60,000-70,000 সৈন্য নিহত হয়, যেখানে আহত ও বন্দীদের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরের দিন প্রায় 40,000 মারাঠা বন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল।

যুদ্ধের ফলাফল

- যুদ্ধের ফলাফল ছিল উত্তরে আরও মারাঠা অগ্রগতি এবং প্রায় 10 বছর ধরে তাদের অঞ্চলগুলির অস্থিতিশীলতা রোধ করা।
 - 10 বছরের এই সময়টি পেশোয়া মাধবরাওয়ের শাসন দ্বারা চিহ্নিত হয়, যাকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের পরে মারাঠা আধিপত্যের পুনরুত্থানের কৃতিত্ব দেওয়া হয়।
- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের দশ বছর পর (1771), পেশোয়া মাধবরাও একটি অভিযানের অধীনে উত্তর ভারতে একটি বিশাল মারাঠা বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন যার অর্থ ছিল:
 - উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।
- এই অভিযানের সাফল্যকে পানিপথের দীর্ঘ কাহিনীর চূড়ান্ত গাথা হিসাবে দেখা যেতে পারে।